যায়যায়দিন

তারিখ: 27 APR 2007
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাকা ছাড়তে চান না সরকারি কলেজের শিক্ষকরা : বরখাস্ত ২

এম মামুন হোসেন

দেশের সরকারি কলেজগুলোতে শিক্ষার্থী আছে। কিন্তু পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই। বর্তমানে এসব কলেজে চার হাজার শিক্ষকের পদ শূন্য। এজন্য ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম। অন্যদিকে পাঁচশতাধিক শিক্ষক ঢাকায় থাকার জন্য বছরের পর বছর রাজধানীর ১০টি সরকারি কলেজে একই পদে শিক্ষকতা করছেন। কেউ বা মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি), শিক্ষা বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি), সংযুক্তি ও ইনসিটু থাকছেন। ঢাকার বাইরে বদলি করলেও তারা নতুন কর্মস্থলে যোগ দিচ্ছেন না। সম্প্রতি নতুন কর্মস্থলে যোগদান না করায় সরকারি কলেজের দুইজন শিক্ষককে বরখাস্ত করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাউশি সূত্রে জানা গেছে, বিভিন্ন স্তরের প্রভাবশালীদের তদবিরে প্রায় পাঁচশতাধিক শিক্ষক ঢাকার বিভিন্ন কলেজ ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে বিনা পরিশ্রমে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে আসছেন। অথচ জেলা পর্যায়ের প্রায় ১০০ কলেজে মারাত্মক শিক্ষক শিক্ষকরা : পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

শিক্ষকরা : সরকারি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

স্বল্পতা চলছে। এসব কলেজের প্রায় দেড়শ বিভাগ একেবারেই শিক্ষক শূন্য। অবস্থা এত ভয়াবহ, উপজেলা পর্যায়ে কোনো কোনো কলেজে মাত্র একজন শিক্ষক দিয়ে পুরো বিভাগ চলছে। একমাত্র শিক্ষক পালা করে উচ্চ মাধ্যমিক, ডিগ্রি, অনার্স ও মাস্টার্স ক্লাসের শিক্ষার্থীদের ক্লাস নিচ্ছেন। এসব কলেজের শিক্ষক স্বল্পতা নিরসনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বারবার রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওএসডি, ইনসিটু ও সংযুক্তি কর্মকর্তাদের বদলির উদ্যোগ নিলেও প্রভাবশালীদের তদবিরে তা করা যায়নি। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এদের কারো স্বামী ঢাকায় চাকরি করেন। কারো বা স্ত্রী ঢাকায় আছেন। স্বামী স্ত্রী দুইজনে একসঙ্গে থাকার জন্য এসব শিক্ষক মন্ত্রণালয়ে মোটা অঙ্কের ঘুষ দিয়ে বছরের পর বছর ওএসডি হয়ে ঢাকায় পড়ে আছেন। ওএসডি ছাড়াও প্রায় সহস্রাধিক শিক্ষক বিভিন্ন প্রজেক্ট, শিক্ষা বোর্ড, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি), শিক্ষা ভবন, নায়েমসহ আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে প্রেষণে আছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, এবার এসব শিক্ষকের ব্যাপারে কঠোর অবস্থান নিয়েছে মন্ত্রণালয়। যারা বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদানে অনীহা প্রকাশ করবে তাদের তাৎক্ষণিক সাময়িক বরখাস্ত করা হবে। ইতিমধ্যে রাজধানীর ১০টি সরকারি কলেজ, মাউশি, এনসিটিবি, শিক্ষা বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি), সংযুক্তি ও ইনসিটু থাকা কর্মকর্তাদের ঢাকার বাইরে পদায়ন শুরু করেছে মন্ত্রণালয়। এর আগে এ ধরনের শিক্ষকদের তালিকা প্রণয়ন করতে মাউশিকে নির্দেশ দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। মাউশি নির্দেশনা অনুযায়ী তালিকা প্রণয়ন করছে। এদের মধ্যে প্রায় ৫০ জন কর্মকর্তাকে শিগগিরই ঢাকার বাইরে পদায়নের আদেশ জারি করা হচ্ছে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে। এদিকে নতুন পদায়নকৃত কর্মস্থলে যোগদান না করায় সহকারী অধ্যাপক আক্তারুজ্জামান ভূঞা (পরিচিতি নং-৩৪৩৯, ব্যবস্থাপনা) ও প্রভাষক জামায়েত হোসেনকে (পরিচিতি নং-৮২, গণিত) সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। আক্তারুজ্জামান ভূঞা বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ডে সংযুক্ত ছিলেন। তাকে নরসিংদী শিবপুরে সরকারি শহীদ আসাদ কলেজে বদলি করা হয়। এছাড়া ঢাকা কলেজের গণিত বিভাগের প্রভাষক মো. জামায়েত হোসেনকে দিনাজপুরের ফুলবাড়ী সরকারি কলেজে বদলি করা হয়। কিন্তু তারা সেখানে যাননি। এদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলাও করা হতে পারে।

অভিযোগ আছে, অনেক সময় শিক্ষকরা ঢাকায় আসার জন্য রাজধানীর সরকারি কলেজ, এনসিটিবি, সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অধিদপ্তর ও দপ্তরকে টার্গেট করে মন্ত্রণালয়ে তদবির করেন। এজন্য অনেক সময় শিক্ষকরা তাদের বিদ্যমান পদের চেয়ে নিম্নপদে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। দেখা গেছে, এক সহযোগী অধ্যাপক এনসিটিবিতে গবেষণা কর্মকর্তা হিসেবে ডেপুটেশনে আছেন। যদিও সহযোগী অধ্যাপক গবেষণা কর্মকর্তার অনেক উপরের পদ।

মাউশির একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, শিক্ষকরা সাধারণত গ্রামে থাকতে চান না। রাজধানী, বিভাগীয় এবং জেলা শহরের নামকরা কলেজে যাওয়ার জন্য তারা তদবির করেন। এরমধ্যে ঢাকায় থাকার প্রবণতা বিজ্ঞান এবং ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষকদের সবচেয়ে বেশি। জীবনযাপনের সুবিধা এবং প্রাইভেট কোচিংয়ের কারণে অনেক শিক্ষক গ্রামের কলেজে থাকতে চান না।

এ ব্যাপারে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মহাপরিচালক অধ্যাপক নোমান উর রশিদ বলেন, দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে যেখানে দেশের সরকারি কলেজগুলোতে প্রায় চার হাজার শিক্ষকের পদ শূন্য সেখানে বছরের পর বছর শিক্ষকরা ঢাকায় বিভিন্ন উপায়ে থাকছেন। তা গ্রহণযোগ্য নয়। তীব্র শিক্ষক সঙ্কটে অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। আর সরকারি চাকরির শর্ত অনুযায়ী সরকারের যেকোন সিদ্ধান্ত প্রতিপালন করতে হবে। যদি কেউ তা না করেন তাহলে যৌক্তিকভাবে চাকরির শৃঙ্খলা ভঙ্গে তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা যাবে। কলেজে শিক্ষক সঙ্কট দূরীকরণে শিক্ষকদের ঢাকার বাইরে পদায়ন করা হবে বলে তিনি জানান।